এসআরসিসিতে আমার অভিজ্ঞতা

শ্রী অরুণ জেটলি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

গতসপ্তাহে আমি আমার পুরোনো কলেজে গিয়েছিলাম। শ্রীরাম কলেজ অফ কমার্স, যেখানে আমি আমার জীবনের সবথেকে ভাল সময় গ্রাজুয়েশনের আগে তিনটে বছর কাটিয়েছিলাম। সত্তর দশকের প্রথমদিকে আমি যখন এই কলেজে পড়তাম, তখন বিজনেস স্টাডিজের ক্ষেত্রে এই কলেজ একটা অগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠান। এখনও সেই ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন।

" রাজনৈতিক শিকড় " নামে একটা অনুষ্ঠানের রেকর্ডিং এর জন্য আমার কলেজে যাওয়া। বরখা দত্তের উপস্থাপনায় এনডি টিভি চ্যানেলে এই অনুষ্ঠানটা সমপ্রচারিত হয়। ২০১০ এর কমনওয়েলথ গেমসের সময় অনুশীলনের জন্য কলেজে তৈরি জিমনাসিয়ামে অনুষ্ঠানটি রেকর্ডিং হয়। দর্শক শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রায় শ খানেক ছাত্রছাত্রী যারা প্রায় এক ঘণ্টা ধরে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছিলেন আমাকে। তাঁদের মান ও বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। গড়ে ৯৬ শতাংশ বেশি নম্বর পাওয়া ছাত্র ছাত্রীরাই ভর্তি হতে পারে এসআরসিসিতে। দর্শক শ্রোতা হিসেবেও তারাই ছিলেন যারা বিভিন্ন নামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের টপার। এদের মধ্যে বেশির ভাগই ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, পরিচালন উপদেষ্টা ও চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। ক্রম প্রসারিত অর্থনৈতিক দুনিয়ায় পা রাখাই যাদের লক্ষ্য।

পড়ুয়ারা আমাকে যে সমস্ত প্রশ্ন করেছিল তার অধিকাংশই ছিল রাজনৈতিক নেতৃত্ব,আর্থিক নীতি, দুর্নীতি, ও সামপ্রতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। ব্যাখ্যা করা দরকার এরকম বেশ কিছু ইস্যুতে সন্দেহ ছিল তাদের। এদের মধ্যে কয়েকজন আমার দলের কিছু নীতি নিয়ে কাটাছেঁড়া করে এবিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করতে চেয়েছিল। আলোচনার পরিবেশ ছিল অত্যন্ত মার্জিত ও ভাবগম্ভীর। যদি কোনও অতিথির সেই পর্যায়ের গভীরতা না থাকে তবে এই ধরণের অডিয়েন্সকে সামলানো যথেষ্ট কঠিন।অনুষ্ঠানটা রেকর্ডিং এর পর আমি যখন কলেজ থেকে ফিরছিলাম তখন দুটো চিন্তা আমার মাথায় আসে। প্রথমত, এই মুখোমুখি আলাপ চলাকালীন যে গভীরতা ও মনোনিবেশ আমি লক্ষ্য করেছি তার কোনও প্রভাব আমাদের আইনপ্রণয়নকারী পরিষদের উপর পড়বে কী ? দ্বিতীয়ত, এটাই যদি আমাদের তরুণ প্রজন্মের মেধা ও চিন্তার স্তর হয়, তবে ভবিষ্যতে আরও বড় জায়গায় যাবে ভারত।